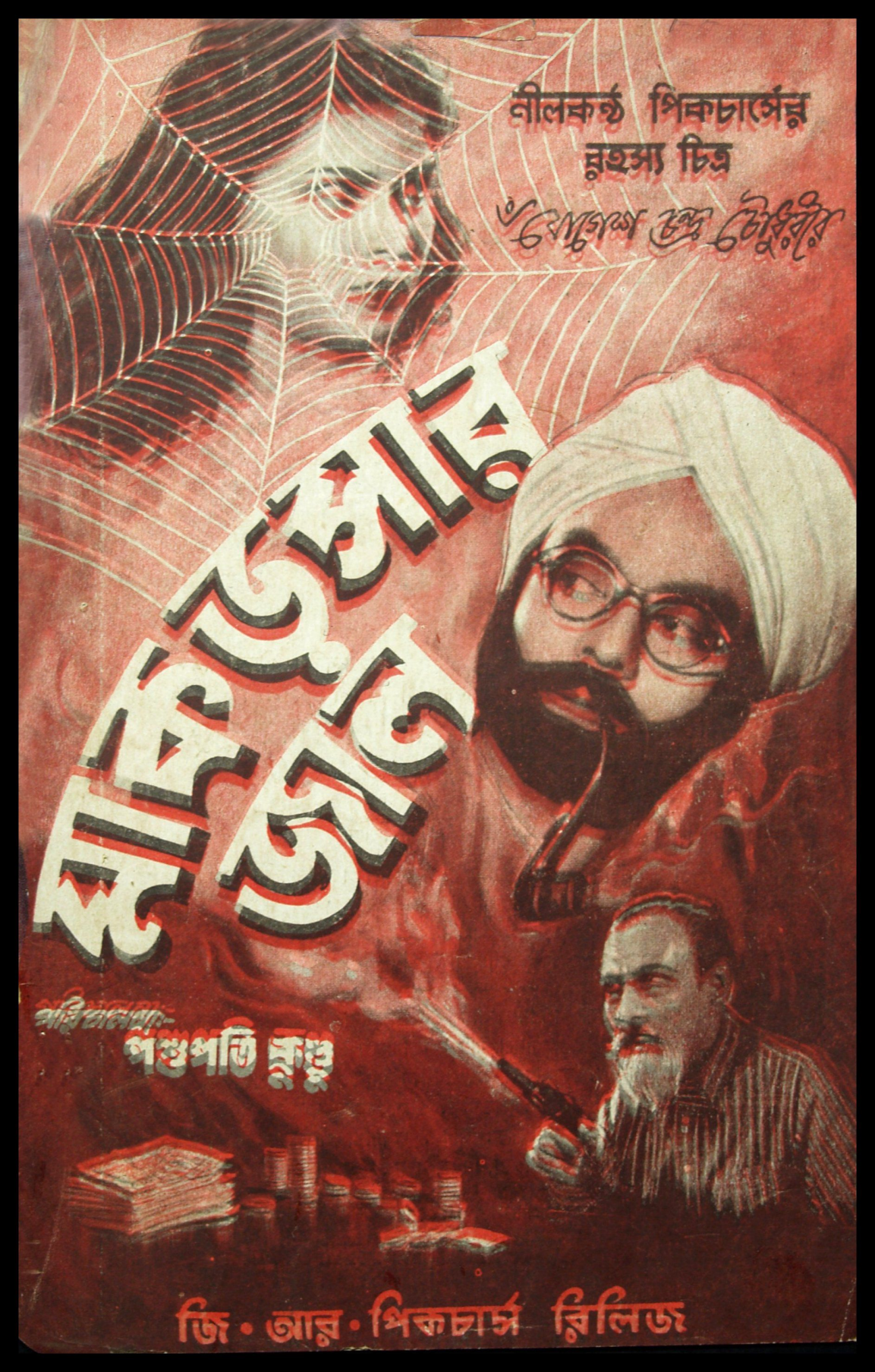

নীলকণ্ঠ পিকচার্সের
রহস্য চিত্র
৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর
মাকড়সার জাল
পরিচালনা:-
পশুপতি কুণ্ডু
জি • আর • পিকচার্স রিলিজ

নীলকণ্ঠ পিকচার্সের

মাকড়সার জাল

কাহিনী—৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
অতিরিক্ত সংলাপ—জ্যোতিঃ সেন
প্রযোজনা—ছায়ারাণী সেনগুপ্তা
অমলারাণী কুণ্ডু
উপদেষ্টা—সুকুমার মুখোপাধ্যায়,
রমানাথ সেনগুপ্ত
তত্ত্বধায়ক—সৌরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
নৃত্য—ললিতকুমার
শব্দযন্ত্রী—পরিতোষ বসু
সহকারী—সমেন চট্টোপাধ্যায়,
অমর ঘোষ
শিল্প নির্দ্দেশক—মদন গুপ্ত
সহকারী—সুরজিৎ সাহা, অমূল্য পাল
চিত্রশিল্পী—দিবেন্দু ঘোষ
সহকারী—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসূন ঘোষ
স্থির চিত্রশিল্পী—সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা—দেবীদাস গাঙ্গুলী
অমরেশ তালুকদার
সহকারী—সুনীত সাহা
ব্যবস্থাপনা—হারু মজুমদার
রাসায়নিক—জগবন্ধু বসু
সহকারী—প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা-
দাস বসু, নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
রূপসজ্জায়—সুধীর দত্ত
সহকারী—সুরেশ রায়
সাজসজ্জা—সন্তোষ নাথ
বৈদ্যুতিক—বিমল দাস
সহকারী—অমূল্যদাস, লক্ষ্মী ঘোষ,
হরি সিং, সুনীল চক্রবর্ত্তী, নিতাই
সেনগুপ্ত
সহকারী পরিচালক—
পশুপতি ভাদুড়ী, যতীন দত্ত, শৈলেন্দ্র
ভূষণ বসু
প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক

গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালনা—গিরীন চক্রবর্ত্তী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পশুপতি কুণ্ডু

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দ যন্ত্রে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি,
যদুনাথ রায়, প্রিয়নাথ রায়, তুলসী চরণ পাল, হরি প্রিয় পাল,

রূপায়ণে

অনুভা, শান্তি, রেবা, অর্পণা, লীলাবতী, লক্ষ্মী, পুষ্পা, শেফালী, বাণী ব্যানার্জি,
অমিয়া, করবী, মহামায়া।
ছবি, জহর, বিকাশ, সন্তোষ সিংহ, হরিধন (এঃ), নবদ্বীপ, পঞ্চানন, সমীর,
সৌরেন, রমানাথ, গুরুদাস, পশুপতি, পুরু, বেচু, নৃপতি, পঞ্চানন, বটু,
জে, এন, চৌধুরী, গোপাল, নিতু, মাখন, জগন্নাথ, সীতানাথ, কৃষ্ণ, মাণিক,
শ্রীগোবিন্দ, অচিন্ত্য, বিনয়, নাড়ু, ষষ্ঠি, গোবরা।

একমাত্র পরিবেশক

জি, আর, পিকচার্স

কাহিনী

"ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিভে গেছে বলে,
কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।"

কবির এই ভাবই সুরেন বাবুর শেষ জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং তারই ফলে এমন এক কাহিনী প্রকাশ পায় যার রূপ দেখে দেশের জনসাধারণ চমকে উঠবেন।

আধুনিক শিক্ষা ও রুচির গরবে গর্বিত শহরের বুকে যে ধরণের দুর্নীতি বেড়ে চলেছে এবং যে পাপের ব্যবসায়ে আজ কম বেশী অনেক অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিরাও হয়ত জড়িত হয়ে পড়ছেন তার নিরশন না হ'লে দেশের ভবিষ্যৎ সত্যি আশঙ্কাজনক। তবে আশা এই যে বর্ত্তমান সরকার এবং জনসাধারণের আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই ধরণের কিছু কিছু অপরাধের ও অপরাধীর মুখোস খুলে যাচ্ছে।

এই আদর্শই 'মাকড়সার জাল'র বিষয়বস্তু। সন্ধানী সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য বেসরকারী গোয়েন্দা স্বরজিৎ মিত্রকে সুরেন রায় তার হারাণো মেয়ে উৎপলার সন্ধানের ভার দিলেন। তেমন একটা মেয়ের সন্ধান স্বরজিৎ পেল, কিন্তু তার নাম উৎপলা নয় সুনীতি। স্বরজিৎ গভীর অনুসন্ধানে বুঝতে পারলে যে সুনীতিই উৎপলা। কিন্তু কেন তার এই আত্মগোপন...? একদিন গুণ্ডাদলের নেতা ভূধর মুখার্জ্জী সুনীতির বাড়ীতে এলো। কি সম্পর্ক আছে সুনীতির এই ভূধরের সাথে? সমাজে সম্ভ্রান্ত ভাবেই ভূধর বাস করে। সংসারে আছে তার লোভী ও আধুনিকতার ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াসী-স্ত্রী কুসুমকুমারী কলেজে পড়া...পুরুষ সহপাঠীর বাগদত্তা কন্যা চিত্রা আর তিন তিন বার বি-এ ফেল করা সাধাসিধে মাটীর মানুষ পুত্র কুমুদ; —এরা কেউ জানে না ভূধর বাবু কি করেন এবং কিসে তার এত উপার্জ্জন? সুনীতি কি ঐ ভূধরের সহকর্ম্মী? কিন্তু স্বরজিতের তা বিশ্বাস হয় না। তার ধারণা সুনীতি নিষ্পাপ! সুনীতি স্ত্রী, মা, ভগ্নী হয়ে সুখের সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। এমনিই অভিশপ্ত তার জীবন—যে তা হবার নয়।

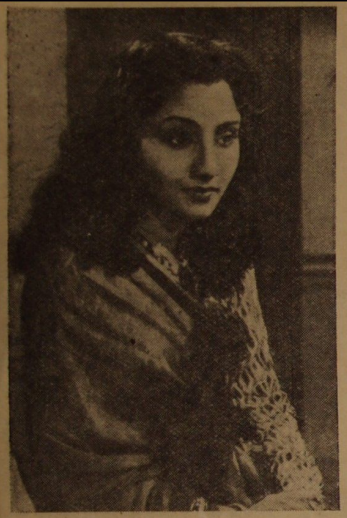

সুনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই স্মরজিৎ সুরেন বাবুকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা-দলের কথাও। সুরেন বাবু স্মরজিৎকে এ ধরণের গুণ্ডাদল সম্পর্কে অনেক কথাই বলেন, তাঁর ধারণা এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আছেন। তিনি স্মরজিৎকে উৎসাহ দেন —আমি পারব না, আমি বৃদ্ধ! কিন্তু আপনি যুবক। আপনার শক্তি আছে, সাহস আছে, আপনি পারবেন, সায়েস্তা করতে এই সব পাপীদের—আমি আপনাকে সর্ব্বতো-ভাবে অর্থ ও সামর্থ দিয়ে সাহায্য করব। স্মরজিৎ উত্তর দেয় "আমি আপনাদের মেয়েকে আগে খুঁজে বার করি।"

উৎসাহিত হয়ে সুরেন্দ্র নারায়ণ—বলেন "আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমাদের একটা স্বাতন্ত্র বোধ থাকা চাই"—আরও বলেন,—"দেখুন স্মরজিৎ বাবু আমি আমার দেশকে সবরকম পাশ্চাত্য পাপ থেকে মুক্ত দেখতে চাই।" স্মরজিৎ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সব কথা বুঝেও বুঝতে পারে না।

ভূধর মুখার্জ্জী জানতে পেরেছে স্মরজিৎ কে? তাই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। যে হোটেলে স্মরজিৎ থাকত সেই হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে কৌশলে স্মরজিৎকে বন্দী করে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে এসে এক অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখে।

স্মরজিতের কোন সন্ধান নেই!

সুরেন্দ্র নারায়ণ খুবই চিন্তিত! এই চিন্তাই আস্তে আস্তে তাঁর পরিবর্ত্তন আনে। যে পরিবর্ত্তন কারো কোন ক্ষতি করতে চায় না, কিন্তু নিজের আত্ম শুদ্ধি চায়! তিনি এক মনে ডায়েরী লিখছেন, যে ডায়েরীই তাঁর প্রতিদিনের জীবনের একমাত্র সাক্ষী——

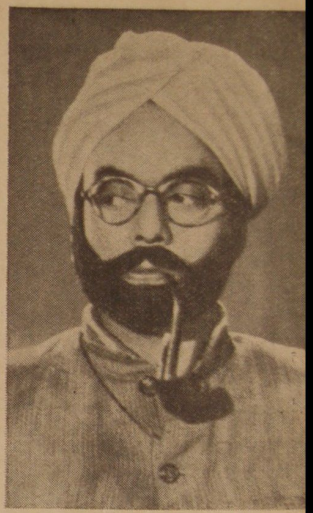

এই পরম মুহূর্ত্তে তার পুরানো বন্ধু সদানন্দ ফিরে এলো!

সুরেন্দ্র নারায়ণ চমকে উঠ্‌লেন!!

তুমি বেঁচে আছ সদানন্দ? এতকাল কোথায় ছিলে? আজ পনেরো বছর পরে——"

সদানন্দ জানায় যে—সে তার মেয়েকে আজ নিতে এসেছে!

* * * *

কে তার মেয়ে? সুনীতি!!!

উৎপলার কোন সন্ধান কি পাওয়া গেল?

স্মরজিৎ কি মুক্তি পাবে?

আপনার সামনের পর্দাই এর সঠিক জবাব দেবে।

গান

সন্ধানী সঙ্ঘের সভ্যদের গান :—

আমরা গড়িব নূতন স্বর্গ বিশ্বের ও বিস্ময়,
হয়েছে হইবে আঁধিয়ার দূর নাহি কোন সংশয় ;
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে উজল, প্রাণে প্রাণে আমরা
ফোটাব কমল,
মিথ্যা যাবে না শপথ মোদের দিব সেই পরিচয়,
মন্দ বলিয়া রবে না কিছুই আমাদের অলকায়
সত্যাশ্রয়ী হ'ব সকলে, রবেনা কেউ অসহায়,
মানুষ সত্য সবার উপরে, এই নীতি হবে
বাহিরে-ঘরে
সাধনা মোদের সিদ্ধ হবেই, জেনেছি নিশ্চয় ॥

চিত্রার গান :—

কাছে কাছে রহে তবু কেউ দেখেনা তাঁরে,
দেখার মত চোখ থাকিলে সেই দেখিতে পারে ।
শুনেছি সে প্রেম যমুনার তীরে,
দিবানিশি বাজিয়ে ফিরে মোহন বাঁশীটিরে,
সে বাজনা যে শুনেছে, আপনি সকল ছাড়ে ।
শুনবো কবে সেই সে মোহন বাঁশী—
দেখবো রে তার মধুমুখের মধুর মধুর হাসি ।
অ দরশের দারুণ জ্বালা আর যে সহে নারে ॥

বোর্ডারদের গান :—

আমরা আছি বড় খাসা,
রেডিওতে ব্যায়াম করি, শিখি রাষ্ট্র ভাষা
ফুটপাথেতে হাজার হাজার,
চলছে গোপন কালো বাজার।
শ্মশান ঘাটে বৈঠকখানা—গোয়াল ঘরে বাসা ॥
ডাক্তার ডাক্তারী ছেড়ে ক'রতেছে মোক্তারী,
ছাগল ভেড়ায় লাঙ্গল টানে গাধায় টানে গাড়ী !
আমরা কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—বাক্য ছাড়ি
লম্বা লম্বা,
নিজের পায়ে কুড়ুল মারি এমনি সর্ব্বনাশা,
যে দেশ ছাওয়া হাহাকারে শুধুই হাহারবে—
কোটি টাকা খরচ সেথা নিত্য নতুন মহোৎসবে,
পুড়িয়ে কচু কানাবেগুণ নিভাই মোরা পেটের আগুন,
কারো শুনি চালের গুদাম পচা চালে ঠাসা,
সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে বাস করে কেউ মাঠে ।
খুঁর দিয়ে কেউ নূর চাছে, কেউ চুলের টিকি ছাঁটে,
অন্ধ মোরা, বন্ধ কালা হাওয়ায় গড়ি চোদ্দতলা,
স্বাধীনতা পেয়েই করি স্বর্গ সুখের আশা ॥

—মণী দাশগুপ্ত

উৎপলার গান :—

এ তোর কি রীতি রে বিধি, কভু কাঁদা কভু হাসা,
আলোর বদলে আঁধি দিয়া—ফুলের বদলে কাঁটা নিয়া
বাঁধা মিছে জীবনের বাসা,
কোথা হতে হায় সহসা আসে রে ঝড়,
না রচিতে যায় যে ভেঙ্গে ফুলের বাসর,
আশা পাখী গায় কেন গান—মিছে যদি ভালবাসা ॥
আসে যদি নীল নীলিমায় চাঁদ মায়াময়,
কেন রাঙ্গা জোছনা হায় মেঘেতে হয় লয়,
আপন ভেবে বুক দিয়ে হায় বাঁধি যাঁরে,
বাঁধন ছিড়ে যায় সে কোথা, কে লুকায় তাঁরে,
এ কোন রংএর খেলা নীতি—মিটে না যে মন আশা,
কভু কাঁদা কভু হাসা ।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীর গান :—

জানি এ জীবনে মোর ফুলবনে ফুটিবে না আ
ফুল ফুটিবার বেলা নাহি আর উড়ে গেছে
আমার বাঁশী তোমার বনে—আনবে আবার
মুঞ্জরিয়া তুলবে তোমার শুষ্ক কুঞ্জবীথি,
ফাগুয়া রাঙ্গা ফাগুণ এনে ফোটাব ফি
ভুল—মরতে হায় গো কবে বল ফোটে
ভুল—ভুল—ভু
সাহারাতে আনবো নদী আকুল প্রেমের
ফুলের হাওয়া ফুল ফোটাবার খবর ভা
ছন্দ সুরের নূপুর বলে, মুখর এ প্রেম দেউল
আমরা দোঁহে নতুন দিনের স্বপন মোহে—
প্রেমের লাগি চিরকালের, একটি মিলন ঘর ॥

নিউ হাফটোন—১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ :—হইতে মুদ্রিত এবং জি, আর, পিকচার্স ১২৭-বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ব্লাইণ্ড লেন

রচনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য

শৈলজানন্দ

সঙ্গীত
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে

ছবি বিশ্বাস • বিকাশ রায় • অসিতবরণ
মলিনা দেবী • রেণুকা রায় • সাবিত্রী চাটার্জী
নবদ্বীপ হালদার • শ্যাম লাহা • অবনী মজুমদার
প্রভৃতি